নিষ্কৃতি পেতে গ্রামবাসীরা একাধিক পন্থা অবলম্বন করে। ষোড়শ শতকে শস্যমূল্য যখন নিয়মিত বাড়তে থাকত তখন ছোট এবং প্রান্তিক কৃষক তাতে লাভবান হলেও বিপণনযোগ্য উদ্‌বৃত্ত (marketable surplus) বেশি হবার সুবাদে বড় চাষি এবং ভূস্বামীরাই বেশি অর্থ-সঞ্চয় করতে পারত। সপ্তদশ শতকে শস্যমূল্য হ্রাস পেলে প্রান্তিক এবং ছোট চাষি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং আর্থিক সমস্যা দূর করতে তারা হয় জমির অংশ (বা পুরো জমি) বিক্রি করে দেয় নয় বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতে থাকে—অথবা দুটোই (অর্থাৎ কৃষি সম্পূর্ণ ত্যাগ না করলেও জীবনধারণের তাগিদে পশুপালন, হস্ত এবং কুটির-শিল্প, প্রভৃতিতে যোগ দেয়)। গ্রামাঞ্চলে হস্ত এবং কুটির-শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ক্ষয়িষ্ণু নগরভিত্তিক শিল্প-পণ্যসামগ্রী আগের মতো সহজে যোগান দিতে ব্যর্থ হলে সুদূর বাণিজ্যের চাহিদা গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠতে সাহায্য করে। গ্রামকেন্দ্রিক এই শিল্প-ব্যবস্থাকে সাধারণত 'আদি-শিল্প' বা proto-industry বলা হয়।

'আদি-শিল্পায়ন' (proto-industrialisation) গ্রামীণ শিল্পকে শহরের এবং দূরের বাজারে পৌঁছে দিয়ে গ্রাম এবং শহরের পরস্পর নির্ভরশীলতাকে ব্যবহার অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সফল হয়। 'আদি-শিল্প' সাধারণত দুভাবে দেখা দিতে পারত। গ্রামবাসীরা তাদের নিজস্ব সাধন ব্যবহার করে শিল্প-পণ্য তৈরি করে কিছু অর্থের বিনিময়ে বণিকের হাতে তুলে দিত, যা বণিকেরা দূরবর্তী বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। কোনো বিশেষ পণ্য প্রস্তুত করতে বাড়তি লগ্নির প্রয়োজন হলে বণিকের থেকে ঋণ নিতে হত, বিনিময়ে বেচার সময় সেই পণ্য কেনার প্রথম অধিকার হত লগ্নিকারীর। সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী কেনার এই দুই ব্যবস্থাকে বলা হত kauf system।

Q: আদি-শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। (৪)

পুঁজিপতি বণিক শ্রেণী/merchant capitalist

দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় বণিক নিজে কাঁচামাল এবং উৎপাদনের সাধন যোগান দিত। গ্রামীণ কারিগর সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে পণ্য প্রস্তুত করে তা লগ্নিকারীর হাতে তুলে দিত—এই ব্যবস্থাকে বলে 'putting out system', বা 'verlags system'।

(3) আদি-শিল্পের চালিকা-শক্তি ছিল পুঁজিপতি বণিক শ্রেণি (merchant capitalist), এবং এদের সুবাদে সপ্তদশ শতাব্দীকে বলা হয় 'বাণিজ্যিক পুঁজির যুগ' (the age of merchant capitalism)। পুঁজিপতি বণিকের উদ্ভব হত সাধারণত দুভাবে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের সচ্ছল কৃষক তার নিজস্ব এবং অন্যান্য গ্রামবাসীদের বিপণনযোগ্য উদ্বৃত্ত দূরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত। এতে যে মুনাফা আসত তাতে কৃষিতে লগ্নি করা ছাড়াও বাণিজ্যে লগ্নির প্রবণতা (অর্থাৎ গ্রামীণ পণ্য অনায়াসে শহরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে যানবাহনের ব্যবস্থাপনা) জন্মাতে থাকে। সপ্তদশ শতকে এ ধরনের পুঁজিপতি বণিকে রূপান্তরিত হওয়া কৃষকেরা ক্রমশ শহরের বাজারে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে তারা সেই চাহিদা মেটাতে 'আদি-শিল্প'-এর সূত্রপাত ঘটানো হয়—কৃষক থেকে পুঁজিপতি বণিকের এই উত্তরণকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এরিক হবস্‌বম (Eric Hobsbawm) বলেছেন 'peasant path to capitalism'। a)

(4) কার্ল মার্কসের মতে পুঁজিপতি বণিকের অপর উৎস ছিল সেইসব নগরবাসী বণিকরা যারা একাধারে গ্রাম ও শহরের বাজারে বাণিজ্য চালাত, এবং সুদূর বাণিজ্যেরও কর্ণধার হিসাবে কাজ করত। সপ্তদশ শতকের অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে যখন নগরপ্রধান শিল্পব্যবস্থায় মন্দা চলছিল, তখন সুদূর বাণিজ্যের শিল্পপণ্যের চাহিদা মেটাতে ইউরোপীয় বণিকশ্রেণি গ্রামাঞ্চলে শিল্প-কাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। মূলত এ ধরনের পুঁজিপতিদের প্রচেষ্টাতেই putting out system ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পের মূল আধার হয়ে ওঠে। b)

(5) ব্রদেলের মতে এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল সম্ভবত হল্যান্ডের গেন্ট (Ghent) বা ইপ্রে (Ypres) শহরে—মতান্তরে ইতালির ফ্লোরেন্স বা মিলান—হয়েছিল। কিন্তু জার্মান ভাষাভাষী দক্ষিণ এবং পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে ষোড়শ শতক থেকেই এই ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত হতে শুরু করে, এবং সপ্তদশ শতকে তা মধ্য ইউরোপের সর্বত্র ছেয়ে যায়। জার্মান রাজ্যগুলিতে কৃষক-নিরাপত্তা নীতি এবং কৃষিজমির অখণ্ডতা বজায় রাখার নীতি যৌথভাবে প্রযুক্ত হবার ফলে ~~কৃষক-নিরাপত্তা নীতি এবং কৃষিজমির অখণ্ডতা বজায় রাখার নীতি যৌথভাবে প্রযুক্ত হবার ফলে~~ কৃষক পরিবারের যে সব সদস্য কৃষিজমির অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত হত তারা এই 'আদি শিল্প' ব্যবস্থায় জীবিকা সন্ধান করতে শুরু করে। তিরিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ এই প্রক্রিয়াকে খানিকটা ব্যাহত করলেও থামাতে পারেনি। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রাইন নদীর তীরবর্তী দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানির খনিজ-সমৃদ্ধ এলাকার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লৌহ এবং ধাতুশিল্পে জোয়ার আনে verlags system। ধাতুশিল্পে লোহার তাল থেকে পাত বা রডে পরিণত করার জন্য আবশ্যক wire-drilling machine বিশাল খরচসাপেক্ষ হওয়াতে বণিকেরা স্বয়ং এই খাতে লগ্নি করতে শুরু করে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ক্রেফেল্ড (Krefeld) এবং

Putting out system

a) সচ্ছল কৃষক, b) নগরবাসী বণিক.

সার (Saar) অঞ্চলের ধাতুশিল্পের ভিত এই আদিশিল্পের মধ্যেই নিহিত ছিল। জুরিখ (Zürich)-এর বস্ত্রশিল্প চড়া মজুরির কারণে মার খেতে শুরু করলে সুইস (Swiss) বণিকরা আল্পসের জার্মানভাষী গ্রামে জুরিখের তাঁতশৈলীর পত্তন করে। সুইস বণিকেরাই এর পরে উদ্যোগ নিয়ে এই অঞ্চলে ঘড়ি-প্রস্তুতির শিল্পকে সুসংহত রূপ দিয়েছিল—সুইস ঘড়ির কিংবদন্তিসুলভ খ্যাতির সূচনা হয়েছিল সপ্তদশ শতকের আল্পস সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের 'আদি শিল্প' কাঠামোর মধ্যে। অন্যদিকে ডাচ বস্ত্রশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র হার্লেম (Harlem)-এর শিল্প কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। সপ্তদশ শতকের গোড়াতেও শহরে বসবাসকারী তাঁতিদের বোনা linen কাপড়ই ছিল হার্লেমের বস্ত্রশিল্পের মূল আধার। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানির Westphalia-র গ্রামাঞ্চল দক্ষিণ নেদারল্যান্ডসের পল্লিসমাজের সঙ্গে যৌথভাবে হার্লেমের বণিকদের হয়ে কাপড় বুনতে থাকে ; হার্লেম ওই সময়ে শুধু কাপড়ের রঙ দেওয়া এবং তা বিপননের ভার নিত। অষ্টাদশ শতকের গোড়াতে Wuppertal এবং ব্রাবঁ (Brabant) অঞ্চলের বণিকেরা এই কাজটা আয়ত্ত্ব করে নিলে হার্লেমের বস্ত্রশিল্পের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য শেষ হয়ে যায়।

ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে আদি শিল্পের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিস্তার অবশ্য জার্মানিতে হয়নি, তা হয়েছিল হল্যান্ডে, বিশেষত ডাচ প্রজাতন্ত্রে—এর প্রভাব সবথেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ডাচ জাহাজ-নির্মাণ শিল্প এবং বস্ত্রশিল্পে। ১৫৯৬ সালে একটি বায়ুশক্তি চালিত কাঠ-চেরাইয়ের কল উদ্ভাবন করা হলে ডাচ নগরাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা জাহাজ-নির্মাতা গিল্ডগুলি এই উদ্ভাবনের বিরোধিতা করে। কিন্তু এই কলের উপযোগিতা—মূলত অল্প সময়ে কম খরচে বিপুল পরিমাণ কাঠ নির্মাণ-প্রকল্পে উপস্থিত করা—বণিকদের গিল্ডসমূহকে উপেক্ষা করতে উৎসাহ দেয়। ফলে Zaan নদীর কূলবর্তী গ্রামগুলিতে আদি শিল্প কাঠামোর মধ্যে আমস্টরডামকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সপ্তদশ শতকের ইউরোপের বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণ শিল্প।

নগর-কেন্দ্রিক বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে আদি-শিল্পের সংঘাতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল সপ্তদশ শতকে নেদারল্যান্ডসের লাইডেন (Leiden) শহরের অভিজ্ঞতা। ষোড়শ শতকের ডাচ বিদ্রোহের সময় হন্ডশুটা থেকে পলায়নরত কিছু ফ্লেমিশ উদ্বাস্তু লাইডেন-এ নতুন কাপড় (new draperies) প্রস্তুতির সঙ্গে লাইডেনের শিল্পের পরিচয় ঘটায়। 'পুরোনো কাপড়' তৈরির জন্য লাইডেন স্পেনের পশমের ওপর নির্ভরশীল ছিল, এবং প্রোটেস্টান্ট ডাচ বিদ্রোহের সময় ওই সরবরাহ ক্যাথলিক স্পেন বন্ধ করে দিলে লাইডেনের শিল্পপতিরা 'নতুন কাপড়' তৈরিতে উৎসাহী হয়েছিল। ১৬৫০ সাল নাগাদ স্পেনের থেকে সরবরাহ আবার স্বাভাবিক হওয়াতে 'পুরোনো কাপড়'-এর শিল্পও আবার মাথা চাড়া দেয়। পুরোনো এবং নতুন কাপড়ের শিল্পকেন্দ্র করে লাইডেনের জনসংখ্যা ১৫৮২ সালের ১২,০০০ থেকে বেড়ে ১৬৬০ সালে ৭০,০০০-এ এসে দাঁড়ায় ; ১৬৬০ সালে লাইডেন বার্ষিক ১,৩০,০০০ পোষাক তৈরি করেছিল। দৃষ্টিনন্দন এবং শস্তা ফুস্তিয়ান এবং Worsted কাপড় তৈরির সুবাদে লাইডেন ১৬৫০-এর মধ্যে বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি-বাণিজ্যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে 'পুরোনো কাপড়'-এর বাজারে

নেদারল্যান্ডসেরই Vervier, অয়পেন (Eupen) এবং মনশ্চাও (Monschau)-এর 'আদি শিল্প'-নির্ভর প্রতিযোগিতা লাইডেনের শিল্পকে হারিয়ে দেয়। 'নতুন কাপড়'-এর রপ্তানির বাজার ধ্বংস করে দিয়েছিল ইংল্যান্ডের 'আদি শিল্প'-নির্ভর বস্ত্রশিল্প।

সপ্তদশ শতকের শিল্পের ইতিবৃত্তের সবথেকে চিত্তাকর্ষক উপাদান নিঃসন্দেহে শিল্পক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের উত্থান। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ইউরোপব্যাপী যে শিল্পের সংকট দেখা দিয়েছিল ইংল্যান্ডও তার থেকে অব্যাহতি পায়নি। ওই সময়ে ইংল্যান্ডের রপ্তানি-বাণিজ্য ছিল মূলত পশমের broadcloth-নির্ভর। সপ্তদশ শতকের প্রাক্কালে কৃষিপণ্যের মূল্যের সমস্যার ফলে পশমের সরবরাহ ব্যাহত হলে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৬১৯-২২ সালে ইউরোপব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দার ফলে রপ্তানির পরিমাণ ১,২০,০০০ (১৬০৬) থেকে ৪৫,০০০-এ নেমে আসে (১৬৪০)। ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পে প্রাণসঞ্চার করেছিল ইংল্যান্ডের আদি শিল্পব্যবস্থা।

ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপের নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যে বিপুল সংখ্যক লোক ঘরছাড়া হয়েছিল, সেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ফ্লেমিশ কৃষক ও কারিগরেরা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটা বড় অংশ লাইডেন-এ আশ্রয় নিয়ে সেখানকার বস্ত্রশিল্পে পরিবর্তন আনে। আরেকটা বড় অংশ ইংল্যান্ডের রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপন করে। এদের উদ্যোগে ষোড়শ শতকেই নরউইচ (Norwich) অঞ্চলে 'নতুন কাপড়' প্রস্তুতির সূত্রপাত হয়। ইংল্যান্ডে 'নতুন কাপড়' মূলত ডাচ তাঁতিদের মাধ্যমে আদি শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে তৈরি করা হত। তাঁতে কাপড় বোনার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে উইলিয়াম নি (William Knee)-র ১৫৯৬ সালে knitting frame আবিষ্কার করলে শিল্পাঞ্চলের গিল্ডসমূহ-এর বিরোধিতা করেছিল ; তাছাড়া ষোড়শ শতকে প্রথাগত শিল্প কাঠামোতে মজুরির দাবিও নিয়মিত বেড়ে চলেছিল। কিন্তু নতুন কাপড়ের বাড়তে থাকা চাহিদায় উৎসাহিত হয়ে বণিকেরা উৎপাদন বাড়াতে ফ্লেমিশ উদ্বাস্তুদের মধ্যে এর প্রচলন ঘটাতে উদ্যোগী হয়, এবং লগ্নি শুরু করে। ফলে সপ্তদশ শতকের গোড়ায় যেখানে সারা ইংল্যান্ডের ৬৫০ frame-এর মধ্যে ৪০০টি ছিল লন্ডনে ; ১৭২৭ সালে ৭,০০০ frame-এর অধিকাংশই East Midlands-এর গ্রামে আদি শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করছিল। ওই সময়কালের মধ্যে ইংল্যান্ড ইউরোপীয় বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি বাণিজ্যে বৃহত্তম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংল্যান্ডের শিল্প-কাঠামোর সার্বিক পুনর্গঠনের অন্য আরেকটি দিক সাধারণত অলক্ষ্যে থেকে যায়। গ্রেগরি কিং-এর সমীক্ষা অনুসারে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের মোট লোকসংখ্যার ৭০-৮০% কৃষিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত থাকলেও মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ৫৬% আসত কৃষি থেকে। জাতীয় আয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল বস্ত্রশিল্প, কিন্তু সপ্তদশ শতকে এই শিল্পের ইউরোপের বাজারে কর্তৃত্ব সত্ত্বেও ইংল্যান্ডের মোট রপ্তানির অনুপাতে বস্ত্রশিল্পের অবদান কমতে শুরু করেছিল—১৬০০ সালে মোট রপ্তানির ৮০-৯০% ছিল বস্ত্রশিল্পের অবদান ; ১৬৯৯-১৭০১ সালে তা কমে ৭০.৯% হয়ে যায়।